যুদ্ধ যন্ত্রনা

অনুবাদ: মাসুদ আহমেদ

কিছু একটা গর্জন করে উঠল
কিছু একটা আওয়াজ তুলল
প্রশান্তি ভেদ করে
প্রতিধ্বনি তুলল
…আটকে গেল
এমনি স্থানে যেখানে দু সহোদর অতিক্রম করে থাকে পরস্পর
যেখানে দু সহোদর সাক্ষাৎ করে পরস্পর
জীবন ও মৃত্যুর সীমারেখায়
দুর্যোগ ও আবাদের নহরে
উদ্বেগ ও শান্তির উপত্যকায়
সেখানে অনুরণিত হলো একটা কিছু
নয় ফসল তুলবার জন্যে
বরং পরস্পরকে গ্রাস করবার
*চিয়া এবং সিরাও পরস্পরের দিকে থুথু নিক্ষেপ করে

বুট এবং ছোলা হত্যা করল একে অপরকে
কেউ ছিলোনা সংগ্রহ করার শুধু একে অপরকে খেয়ে ফেলা ছাড়া
ঠিক তখন পূর্ণ অশ্রুতে
মাত্র একটি বীজ বিদির্ণ করে নিজেকে
একটি অংশ দিয়ে নিজেই নিজেকে করল বপন
কোথায়? কার?...
গড়িয়ে পড়ার অপেক্ষমান ফোঁটায় ফোঁটায়
অদৃশ্য লহু ও পানির শ্রোতধারায়
হিমশীতল সূর্য ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জলজ মেঘমালা
পানুর বিদ্যুৎ চমকানি,
বৃষ্টির কষাঘাত…
লোহার বেড়াজালের পিচ্ছিল পথ পার হয়ে
মৃত্যর আত্মাকে অতিক্রম করে
বন্ধ্যা জীবনকে কাঁধে তুলে নিয়ে
বীজটি উপনিত হয়েছে বসন্ত দ্বারে।
গড়িয়ে না পড়া অশ্রু ও লহু থেকে,
কার এবং কোথায় - অমিমাংসিত রেখে
অচিহ্নিহিত শাখা প্রশাখা সঙ্গে করে
এই বীজ যাত্রারম্ভ করেছিল ওই বসন্তে
নিজে নিজেই এবং পোঁছেছিল গন্তব্যে।
কিন্ত সেই বসন্ত যখন ডানে তাকালো
তাকে মনে হলো একজন শশ্রুমন্ডিত মানুষ।
যখন সে বাঁয়ে তাকলো তখন তাকে মনে হলো ধরিত্রি।
হতবিহ্বল এবং চমকপ্রদ

লোভকাতর তবে পতন্মুখ নয়।
এমন ভাবটা ছিল তার মধ্যে –
যাবে সে কার সান্নিধ্যে
কোথায় আশ্রয় নিবে
কাকে কাছে টানবে ?
বা কাকে দূরে ছুঁড়ে দিবে?
কিন্তু কদর্যতাই ছিল সেই বসন্তের অশুভ রুপ
সে কর্ষণ করেছিল গুলির ঠোঁট দিয়ে
নিঃশ্বাসের তীব্র বেগে।
তাতে অসংখ্য প্রাণ গেছিল ঝরে

মৃত্যু দিয়ে তুলেছিল মৃত্যুরই ফসল
সন্তানদের কাঁধে করছিল সেই ফসলের মাড়াই
অবশেষে তা ডেকে এনেছিল গর্ভপাত
আর ফসলের জন্য…
যখন দিবস ও যামীনি এক হয়ে গেল
উদ্বেগ ও প্রশান্তি একাকার হলো
একটি পৃথিবী আরেকটি পৃথিবীর মধ্যে একাত্ম হলো
যুদ্ধ শান্তির ভেতরেই
আস্থা বিশ্বাস হননের পেছনেই
সবকিছু তখন নিমজ্জিত হলো হতবিহ্বলতার মধ্যে।
এ অবস্থা ঠিক হতবিহ্বলতা নয়
হায় বসন্তের অভিশাপ।
সন্তানের জন্য জননীর
স্থিতির জন্য গোত্রের
পৃথিবীর জন্য পৃথিবীর অশ্রুপাত।
বয়ে চলল একটি প্রশ্রবনের মতো
ধরিত্রী ভিজে যাবার এবং কর্দমাক্ত হয়ে উঠতে না উঠতেই
মরণ ক্লিষ্ট ফাঁদে ফেলে সম্পদ লুণ্ঠন করতে
বেলচা এবং গাইটা হলো জোগার
তরিঘড়ি দেখা দিলো মুখশ এবং স্ট্রেচার
কিন্তু কি দ্রুত সবকিছু নিঃশেষ করার জন্য সবাই হলাম ভোগী
তার জন্য আমাদের সবার সেকি হুরোহুরি এসব পাওয়ার জন্য সবার কি তিব্র আকুলতা
তখনই দেখা দেয় যুদ্ধের কুৎসিত দিক
তখন আগমন ঘটে এর বসন্ত অনাকাঙ্খিত
যখন এর প্রলংকারী প্রতিধ্বনী তোমার দরজায় আঘাত হানি
তখনই যুদ্ধের যন্ত্রনা ফেনায়িত করে তোলে
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তোমরা কর তার সেবা
আবার তাকে নিস্তব্ধ করতে তোমরাই না করো কত কষ্টকর প্রার্থনা।

*চিয়া এবং সিরাও দুই ধরণের একাশিয়া গাছ।

[মূলঃ আমানুয়েল আসরাত(১৯৯৯)
তিগরিনা থেকে টেডরোস আবরাহাম কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ এবং উক্ত ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ]